3

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

সরকারী স্কুলে ভর্তি প্রতিযোগিতা

রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত ১৪ জানুয়ারী। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ৯ হাজার ৮০০ আসনের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যই অনিশ্চিত। যারা ভর্তি হতে পারবে না তাদের সবাই ভর্তি হবার উপযুক্ত। কিন্তু আসন সীমিত বলেই তাদের ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। আর ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কয়েক মাস ধরে বিপুল টাকা খরচ করেছেন অভিভাবকরা। তারা সন্তানদের জন্য বিশেষ শিক্ষক রেখেছেন। কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, জীবনের এই সূচনালগ্নেই ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীকে হতাশায় নিমজ্জিত হতে হবে। এও কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়।

তবে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির যে চাপ, বেসরকারী স্কুলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সে চাপ লক্ষ্য করা যায় না। বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে যেগুলো ভাল স্কুল বলে পরিচিত সেখানেও ভর্তি চাপ অত্যন্ত বেশী। আসন প্রতি আবেদনকারীর সংখ্যা ১০/১৫ ছাড়িয়ে যায়। বাকী সব বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের পরিস্থিতি ভিন্ন। এমনও স্কুল আছে, যারা এখনও পর্যন্ত তাদের স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য বাড়ি বাড়ি ধরণা দেয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কেন এই বিপরীত চিত্রের জন্ম হয়েছে বলা দুষ্কর নয়। সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনার মান ভাল। কারণ এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় প্রধানত যোগ্যতার ভিত্তিতে ফলে ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সরকারী চাকরির সুযোগ-সুবিধাও অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এই পেশা বেছে নিতে আগ্রহী করে তোলে। অপরদিকে বেসরকারী স্কুলে যদিও সরকার মূল বেতনের প্রায় সবটাই বহন করেন, তা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের নিয়মনীতি পালন করা হয় না। এখানে দক্ষতার চেয়ে, মেধার চেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তদ্বির ও স্বজনপ্রীতি বেশী প্রাধান্য পায়। তাছাড়া কম বেতন, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি কারণে ভাল শিক্ষকেরা বেসরকারী স্কুলে চাকরি করতে আগ্রহী হন না। ফলে শিক্ষার মান উন্নত হয় না। ফলে এসব স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের আগ্রহও কম থাকে।

এছাড়া সরকারী স্কুলে ও বেসরকারী ভাল স্কুলের মধ্যেও পার্থক্য আছে। বেসরকারী ভাল স্কুলে ছাত্র-বেতন সরকারী স্কুলের চেয়ে ২০/৩০ গুণ বেশী। যা বহন করার ক্ষমতা থাকে না বেশীর ভাগ অভিভাবকের। ফলে তারা সরকারী স্কুলের ওপর নির্ভর করেন বেশী।

যে ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সরকারী স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় তারা কোথায়ও না কোথায়ও ভর্তি হবেই। কিন্তু 'ভাল' স্কুলে ভর্তি হলে তাদের মেধার যে পর্যায়ে বিকশিত হতে পারত তা বাধাগ্রস্ত হবে। এই সমস্যার সমাধান বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, সকল স্কুলে শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় রাখা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল ভর্তি সঙ্কট দূর করে সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।